‘‘যেমন কুকুর তেমন মুগুর’’ নাকি ‘‘ঠেলার নাম বাবাজীর’’ আর এক ধাপ!

সাঈদ কামরান মির্জা
ইউ এস এ
জুলাই ১, ২০০৪

প্রাচীন বাঙ্গালী পন্ডিতদের মোক্ষম প্রবাদগুলো দিনের পর দিন আমাকে অবাক করেই চলেছে। আমার আজকের লেখাটির দীর্ঘ শিরনামটি ও একটি অতি বিখ্যাত এবং ঘন ঘন প্রচলিত বাংলা প্রবাদ। এই বেটা কাফের বুশ বাংলাদেশে নিযুক্ত সেই সাদা রঙ্গের হিজাবধারী ম্যারী এন ‘‘আফাজান’’ পিটার্স (*যে ঘন ঘন বাংলাদেশকে মডারেট মুসলিম দেশের সার্টিফিকেট দিতে দিতে মুখে ফেনা এনেছিল*) বেকুব মহিলা রাষ্ট্রদূতকে বদলিয়ে একজন অর্ধ পাগলা রাষ্ট্রদূত পাঠিয়েছেন। তার নাম ‘হ্যারী টমাস’। এই বেটা ‘হ্যারী’ সাহেবের কর্মকান্ড দেখে মনে হয় ইনি অর্ধ-পাগল নন ইনি হচ্ছেন একজন ঢাঁহা পাগল, অথবা একটি কালো মুগুর সমান। একে আমাদের দেশের হিন্দু ভাই বোনেরা আদর করে বলবেন শ্রী গদাধর। তাকে সঠিকভাবে মুল্যায়ন করলে বলতে হয়—সে হল আসলে ‘‘যেমন কুকুর তেমন মুগুর’’। অনেক গবেষণা করার পর বুশ সাহেব এই আফ্রিকান-আমেরিকান লোকটিকে বেছে নিয়েছেন খালেদা আর নিজামীর দলকে বসে আনার জন্যে। আর ঢাকার অনেকেই মনে করেন বুশ সাহেব আমাদের প্রেসিডেন্ট প্রোঃ ইয়াজুদ্দীনের ছবি দেখার পর এই কাফ্রি লোকটিকে বেছে নিয়েছেন আমেরিকার রাষ্ট্রদুত হিসেবে। দু’জনারই গাত্রবর্ণ প্রায় এক প্রকারেরই।

কিন্তু বুশ সাহেব স্বপ্নেও ভাবেন নি যে ‘‘হ্যারী ভাই’’ মহাভারতের সেই ভীমের মত গদা নিয়ে এসে বাংলাদেশের তামাম ইসলামীষ্টদের ডান্ডা-পেটা করবেন এত অল্প সময়ের মাঝে। এই কালো মুগুরের বেদম বাড়ির চোটে আজ বাংলা দেশের খালেদা-রাজাকার সরকার বেজায় বেকায়দা আছে। কেবলই জপছে - ‘ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাচি’। এই মৌলবাদী সরকার আজ বড্ড বিপদে দিন কাটাচ্ছে আমেরিকানদের ভয়ে। না জানি কি হয় এর পর।

বার্টিল লিন্টারের সেই বিখ্যাত প্রবন্ধ ২০০২ সিনে প্রকাশিত হবার পর থেকে বাংলাদেশের খালেদা-রাজাকার সরকার ক্রমাগত সত্যকে অস্বীকার এবং দেশে মৌলবাদের কর্ম-কান্ডকে সমানে আড়াল করার কাজে ভীষন ব্যতিব্যস্ত ছিল এতদিন। আর পশ্চিমা কাফেরের প্যারাডাইজে বসবাস করা বাঙ্গালী ইসলামিষ্টরাত (যেমন সদালাপীরা) তাদের মুখে ফেনা তৈরী করেছিল ‘‘বাংলা দেশে কোন মৌলবাদ নেই’’ বলতে বলতে। কিন্তু এই ‘‘বাংলা ভাই’’ বেটা একেবারে হাঁটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিয়েছে তাদের মাথার উপর। তারা আজ একেবারে চুপসে গেছে! এদের কারু মুখে আর রাটি পর্যন্ত নেই। মনে হচ্ছে এরা মৌন ব্রত অবলম্বন করে একেবারে সাধু বনে গেছেন। এখন কেবল বাকী রয়ে গেছে বনবাসে যাওয়া! অবশ্য বাংলাদেশে ১৬ বছর জংগী সরকার চলাকালীন সব গাছগাছড়া কেটে ফেলা হয়েছিল। তাই দেশে তেমন আর ঘন জংগল আর নেই। এখন ‘‘হ্যারী ভাই’’ এর গদার বাড়ির ঠেলায় বনবাসে যাওয়ার রাস্তাটিও নেই। এখন খালেদা-নিজামী আর শেখকুল হাদিসের আর অন্যান্যদের পালানোর উপায়টি যে একেবারেই নেই।

বাংলাদেশে অবশেষে থলের বিড়াল বের হয়ে গেছে। তাইত আজ বাংলাদেশের বেশ কিছু পত্রিকার পাতায় বিচিত্রসব খবর শোভা পাচ্ছে। যেমনঃ ‘‘হ্যারি টমাস ও বঙ্গীয় মৌলবাদী ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন’’। ‘সারা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে মৌলবাদীরা গড়ে তুলেছে অত্যাধুনিক

সশস্ত্র ট্রেনিং ক্যাম্প। বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে চলছে মৌলবাদী প্রশিক্ষনের আসল খেলা। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন ফজরের নামজের আগে শেখানো হয় শারীরিক কসরত। দেখানো হয় ২১ ইঞ্চি টেলিভিশনে সিডিতে ধারণকৃত লাদেনের জেহাদী বক্তব্য। এইসব সিডিতে দেওয়া বক্তব্যে নারী-পুরূষ সবাইকে আসন্ন জেহাদের জন্য প্রস্তূতির আহব্বান জানানো হয়। সিডিতে দেওয়া বক্তব্য এবং অস্ত্র-সরঞ্জামাদি দেখলে সাধারন মানুষের গা শিউরে উঠে। ‘‘বাংলা ভাই’’ এর বক্তব্যে বলা হয়েছে—তারা মানুষের তৈরী আইনে বিশ্বাস করে না। তারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন কায়েম করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।’ মারহাব, মারহাবা! তোমার পবিত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাও ‘‘বাংলা ভাই’’! আমরাও আছি তোমার সাথে। শীগ্রই সরিক হবো আর তোমাদের জিহাদী বৃগেডে নাম লিখাবো।

কি আশ্চর্য, এ আজ কি শুনছি! মাত্র এক বৎসর আগেও দেশের সব পত্রিকাই বার্টিল লিন্টারের কথাগুলোকে বেমালুম অস্বীকার করেছে। দেশের অনেক প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরাও দেশে কোন মৌলবাদ নেই বলে ভয়ানক চেঁচামেচি করেছিল এক সময়ে। এক আফগানী চেহারার বাংলাদেশী মোল্লা আবার ১৬ কোটি টাকার মামলাও ঠুকে দিয়েছিল বার্টিলের বিরুদ্ধে ঢাকার হাই-কোর্টে। ভাগ্যিস, মিঃ লিন্টনার বাঙালী নন! সেই এসলামী ভাইকে নিয়ে ঢাকার ম্যাক সাহেবও কি যেন একটা লেখা লিখেছিলেন। ঢাকার হলি ডে পত্রিকাও লিন্টনার আর এলেক্স পেরী কে নিয়ে বিদ্রুপাত্মক লেখা ছাপিয়েছিল সম্পাদকীয় কলামে। কিন্তূ আজ? তথাকথিত মডারেট বাংলাদেশের একি হাল? একাত্তুরের বীর মুক্তিযুদ্ধারা আজ পালিয়ে বেড়াচ্ছে তাদেরই রক্তে গড়া স্বাধীন বাংলা দেশে। হাজার হাজার মুক্তিযুদ্ধা হত হয়েছে গত তিন বৎসরে। কারণ ইসলামী প্যারাডাইজ তৈরীতে যাদের কাছ থেকে বাধা আসতে পারে তাদেরকে তো আর এই বাংলার পাক-ভুমিতে জীবিত রাখা যায় না? তাই চলছে আজ নির্বিঘ্নে ইসলামী ক্লিনিং অপারেশন। এই তো ২ দিন আগে জিহাদী কমিটি পবিত্র ফতোয়া দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন জন কাফের প্রফেসরের বিরুদ্ধে। তাদের নাকি কল্যা কেটে দিতে হবে। কারণ ইসলামী বাংলাদেশে কাফেরের কোন স্থান নেই কিনা ? প্রফেসার তিন জনকে বলা হয়েছে তারা যেন মসজিদে গিয়ে হুজুরদের সামনে তওবা করেন আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া থেকে বিচ্যুত না হোন সারা জিন্দেগীভর। কেবল তা হলেই এদের মাথা ঘাড়ের ওপরে সস্থলে থাকবে। সত্যি বলতে কি এসব মুল্লাদের বেশী বাড় বেড়েছে গত আড়াই বছর থেকে যখন ফিনফিনে আর রংগীন শাড়ী পড়া বিউটি-কুইন এসে ‘তখ্ত’ এ বসেছেন জন কয়েক মুসলিম মোসেহেবকে আশপাশে রেখে। এদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় আজ দেশে সৃষ্টি হয়েছে ‘বাঙলা ভাই’, হারকাতুল জিহাদ, হিজবুল-তাহরীর, আরো কত কি নাম না জানা এসলামী জিহাদী প্রতিষ্ঠানের !

তবে কিছুটা হলেও আশার আলো দেখা দিয়েছে ঘন মেঘের চারি দিকের সীমানায়! হ্যারী টমাস নামক ‘‘কালো মুগুর’’ এর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান নীতি পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মনে হয়, আফগানের টেররিষ্ট ক্যাম্প ধ্বংস হওয়ার পর Uncle Sam দের শ্যেন দৃষ্টি পড়েছে বাংলার পাকভুমিতে। উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশে ‘‘বাংলা ভাই’’ এর অবির্ভাব এবং তার ইসলামী কর্মকান্ড ঠেকানোর জন্যই যেন এই বেটা ‘‘কালো মুগুর’’ হ্যারি টমাসকে বুশ পাঠিয়েছেন পদ্মা-মেঘনার দেশে। গত সোমাবার (জুন ২৮, ২০০৪) ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশের মার্কিন রাষ্ট্রদুত হ্যারি.কে. টমাস বলেন—‘‘খুলনাতে সংবাদিক হুমায়ুন কবিরকে হত্যা করেছে মৌলবাদীরা’’ দেশের উত্তর অঞ্চলে ত্রাস সৃষ্টিকারী ‘বাংলা ভাই’ আসলে একজন সন্ত্রাসী, তাকে গ্রেপ্তার করা উচিত।

ঠেলার নাম বাবাজী অবশ্যি একটি মোক্ষম দাওয়াই এই ইসলামীষ্টদের জন্য যাহা চিরদিনই বড্ড কাজ হয়। বাংলাদেশ যেমন কুকুর তেমন উপযুক্ত মুগুরেরই প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। এই হ্যারী নামক কালো মুগুরের শক্ত বাড়ির চোটে বাঙ্গালী ইসলামিষ্টদের কিছুটা চৈতন্য ফিরে আসলেও আসতে পারে। তাবে আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত আমেরিকান কাফেরদের সেই মোক্ষম দাওয়াই—‘ডেইজি কাটার’ এর বাড়ি বাঙ্গালী মোল্লাদের ঘাড়ে না পড়লে এরা সোজা হবে না। এই

ব্যাপারে কি বলেন পাঠক ভাইগন ?

বাংলায় আরেকটা প্রবাদ চালু ছিল এক সময়ে। সেটা হলো — ‘‘যস্মিন দেশে যদাচার’’। আমেরিকান ‘সুইট - টক’ আমাদের সোনার বাংলাদেশে মোটেও চলবে না। আমাদের অবাধ্য মুল্লাগুষ্টির জন্য বড় প্রয়োজনীয় হচ্ছে একটি বিশাল মুগুর। আর আমাদের সর্গ থেকে পাওয়া মুগুরটি হচ্ছে ‘‘হ্যারী ভাই’’। তিনি যে তার কাজ চালিয়ে যাবেনই সেই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এই ব্যাপারে আমাদের সদালাপী ভাইরা কি আমার সাথে একমত?